দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 02 FEB 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

60

শিক্ষাঙ্গন

গৃহ শিক্ষকতা

আমাদের দেশে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য গৃহ শিক্ষক রাখার বিষয়টি একটি নিয়মে পরিণত হয়েছে। অভিভাবকদের ধারণা, গৃহ শিক্ষক রাখলে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় ভালো ফল করবে। এখন কথা হল, একজন ছাত্র বা ছাত্রীর তখনই গৃহ শিক্ষক লাগে যখন সে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাঠ্য রীতি বা পাঠ দান যা-ই বলা হোক, ঠিকমত গ্রহণ করতে পারে না, কিংবা তার যদি মেধা মোটামুটি ভালো না হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা যদি ঠিকমত ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দান করেন তবে নিশ্চয়ই ছাত্র-ছাত্রীরা সহজেই সব কিছু বুঝতে ও শিখতে পারবে, গৃহ শিক্ষক লাগবে না। কেননা, পৃথিবীতে কেউই দুর্বল মস্তিষ্ক নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। এখন প্রশ্ন দাঁড়াতে পারে, যারা গৃহ শিক্ষকতা করেন, তারা কি করবেন অর্থাৎ কেউ যদি উপরোক্ত কথাগুলো উপলব্ধি করে বাড়ীতে গৃহ শিক্ষক না রাখেন তখন গৃহ শিক্ষকদের অবস্থা কি হবে।

অনেকে সখের বসে গৃহ শিক্ষকতা করেন, কেউ করেন চর্চার জন্য আবার কেউ করেন অর্থ উপার্জনের জন্য। যারা অর্থ উপার্জনের জন্য গৃহ শিক্ষকতা করেন এখানে তাদেরকেই গুরুত্ব দেবো। এই শ্রেণীর গৃহ শিক্ষকদের ঘরে হোক বা বাইরে হোক তাদের নিশ্চয় শিক্ষকতা করার অভিজ্ঞতা আছে। তাই তাদের অবশ্যই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করা যায়। তবে, তাতে প্রয়োজন হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। তাই, প্রথমে বৃদ্ধি করতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাহলে যেমন গৃহ শিক্ষকদের নিয়োগ সম্ভব হবে তেমনি সম্ভব হবে দেশে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি করা। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন অপরিহার্য। কেননা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের প্রতি কোন আকর্ষণ থাকে না। এর প্রথম ও প্রধান কারণ শিক্ষা ব্যবস্থা। অনুন্নত শিক্ষা ব্যবস্থাই এর মূল কারণ। তাই, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন একান্ত আবশ্যক। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার যদি উন্নয়ন হয় তবে ছাত্র-ছাত্রীরা সহজেই বিদ্যা লাভ করবে, তাদের বিদ্যালয়ে না গিয়ে গৃহ শিক্ষকের ভরসায় বসে থাকা লাগবে না এবং দেশে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পাবে।

—সোহাগ